দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কলমাকান্দার ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নেত্রকোনা।- সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা থানার ৭৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৮১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রায় অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাতের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি উদঘাটিত হয়েছে।

আত্মসাৎকৃত অর্থের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বকেয়া বেতন বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা ও সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কলমাকান্দা থানা শাখাসূত্রে জানা গেছে যে, ১৯৮৮ সন হতে বিভিন্ন সময়ে কর্মরত থানা শিক্ষা অফিসারগণের সহায়তায় একজন নিম্নসহকারী শিক্ষকের দস্তখত জাল করে আত্মসাৎকৃত অর্থ উঠিয়ে নিয়েছেন।

আত্মসাৎকৃত অর্থের মোটা অংকটি হচ্ছে—কলমাকান্দা থানার ভাসানকুড়া, পুরানো খারনই, গারামপাড়া ও রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করার পর শিক্ষকদের বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য ভাতাদির জন্য ১৯৯৫ সনের জুন মাসে ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সরকারী মঞ্জুরীর স্মারক শিক্ষা অফিসে পৌঁছার ৩ মাস আগেই স্থানীয় হিসাব-রক্ষণ অফিসের যোগসাজশে বিলের টাকা উঠিয়ে নেয়া হয়। শিক্ষকদের দস্তখত জাল করে বিলের অংক বিতরণ দেখানো হয়েছে।

ঢাকা হতে বিষয়টির প্রাথমিক তদন্ত হয়। তদন্তে দেখা যায় যে, বর্তমানসহ সাবেক আরো দুইজন শিক্ষা অফিসারের কার্যকালে শিক্ষকদের দস্তখত জাল করে প্রায় ১৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

অভিযোগকারী শিক্ষকদের অভিমত হচ্ছে এই যে, এভাবে থানা শিক্ষা অফিস এ যাবত থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের দস্তখত জাল করে বিভিন্ন দাবীর প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। তদন্তে হয়ত আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ অর্ধকোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। থানা শিক্ষা অফিসের সহকারী আবদুল মজিদ বর্তমানে পলাতক রয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, আবদুল মজিদকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আর থানা শিক্ষা অফিসার জনাব আবদুল গণি আকন্দকে এ জেলারই মদন থানায় বদলী করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অপর দিকে একটি তথ্য সূত্রে জানা যায়, আত্মসাতের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য জোর তদ্বির চালানো হচ্ছে।